JUN 25 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... ...

সনি হত্যাকাণ্ড ঃ টগর ও মাসুম বিল্লাহ গ্রেফতার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদক মুশফিক উদ্দিন টগর ও তার সঙ্গী মাসুম বিল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সোয়া ঘন্টার ব্যবধানে গোয়েন্দা পুলিশ টগরকে সোনারগাঁও হোটেলের লবি ও রমনা থানা পুলিশ মাসুমকে মগবাজার হোটেল ইন্টারন্যাশনাল থেকে গ্রেফতার করে। এ নিয়ে টগর গ্রুপের টগরসহ ৯ জন ও মুক্তি গ্রুপের ২ জন গ্রেফতার হলো। গত ৮ই জুন বুয়েটের টেন্ডার নিয়ে দু' গ্রুপের গোলাগুলীতে বুয়েট ক্যাম্পাসে সনি নিহত হয়।

সনি হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী ছাত্রদল নেতা মুশফিক উদ্দিন টগর এবং তার সহযোগী মাসুম বিল্লাহ -ইত্তেফাক

গোয়েন্দা পুলিশের এসি এসএম আকতারুজ্জামান সোনারগাঁও হোটেলের লবিতে টগর অবস্থান করছে এ খবর পেয়ে একটি বিশেষ দল নিয়ে হোটেলে যান। বেলা ২টা ১০ মিনিটে লবির একদিকে দাঁড়িয়ে টগরের মোবাইল নাম্বারে আকতারুজ্জামান রিং করেন। টগর মোবাইল কানে লাগানোর সাথে সাথে গোয়েন্দা দল ঘিরে ফেলে। দু'হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার পর এসএম হলের কয়েকজন ছাত্র টগরকে সনাক্ত করে। এরপরই তাকে গোয়েন্দা দফতরে নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সনি হত্যাকাণ্ড

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিকদের সামনে টগর অনেক কথা বলেছে। তার পিতার নাম মৃত মোঃ শফিউদ্দিন মোল্লা। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বাড়ী মাগুরা মোহাম্মদপুর থানার পানিঘাটা গ্রামে। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে পঞ্চম। খুলনা বিএল কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়। গত বছর মাষ্টার্স পরীক্ষা দেয়ার পর এসএম হলের ১২৪ নম্বর রুমে বসবাস করে। এক প্রশ্নের জবাবে টগর জানায়, পরীক্ষার পর সিট বাতিল করা হলেও সে অবৈধভাবে বসবাস করে আসছিল।

মাষ্টার্স পরীক্ষা শেষে আর ছাত্র পরিচয় নেই। তারপরও হলে অবৈধভাবে অবস্থান ও বুয়েট ক্যাম্পাসে টেন্ডারবাজি এবং বন্দুক যুদ্ধ করতে যাওয়ার কারণ কি? এ প্রশ্নে টগর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জবাব দেয় 'আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না'। এরপর টগর বলে, 'নুরুল ইসলাম নামে একজন মোবাইলে ফোন করে জানায়, মুকুল গুলীতে আহত হয়েছে। বুয়েটে বড় ধরনের ঝামেলা হয়েছে।'

কে এই নুরুল ইসলাম প্রশ্ন করলে টগর বলে, 'আমি চিনি না। মুকুলের নিকট থেকে আমার নাম্বার নিয়ে ফোন করেছিল। আমি এসএম হলের গেটের সামনে মুকুলকে পেয়ে ট্যাক্সি ক্যাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে যাই। হঠাৎ আমার সন্দেহ হয় হাসপাতালে ঝামেলা (পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারি) হবে। সাথে সাথে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও বড় ভাই মনির হোসেনকে টেলিফোন করি। বড় ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করেই মুকুলকে দ্রুত ইস্কাটন এলাকায় জেনারেল হাসপাতালে সরিয়ে ফেলি।' পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়েই গোপনে মুকুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টগর মাথা নিচু করেছিল। আপনি কি ব্যবসা না চাকরি করেন? টগরের জবাবঃ 'দুটোর একটিও না।' তাহলে বিলাস বহুল জীবন-যাপন, মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করার টাকা কোথা থেকে পান? এবারও টগর নিরুপ। গুলীতে আহত মুকুল আদালত ও পুলিশের নিকট বলেছে, বুয়েটের টেন্ডারবাজির ঘটনায় টগরের উপস্থিতিতে বুয়েট শহীদ মিনারের সামনে থেকে মুক্তি গ্রুপের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে পিচ্চি মুন্না। এ দু'জনের বক্তব্য কি মিথ্যা? এ প্রশ্নেরও কোন জবাব না দিয়ে টগর বলে, 'মুক্তির সাথে আমার কোন বিরোধ নেই'।

ডিসি ডিবি একেএম মাহফুজুল হক জানান, সনি হত্যাকাণ্ডের পর টগর রাজধানীতে আত্মগোপন করেছিল। গত সপ্তাহে সে খুলনায় চলে যায়। গত রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে ফিরে আসে। টগর গ্রেফতার হওয়ার পর নকল নাম বলে ফসকে যেতে চেয়েছিল। নিজের নাম আসিফ ইকবাল তুহিন বলে উল্লেখ করে। এরপর এডিসিডিবি মোঃ কোহিনুর মিয়ার জেরার মুখে আসল নাম প্রকাশ করে। ডিসি ডিবি জানান, মামলার তদন্তে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। দু' পক্ষের ক্রস ফায়ারে মেধাবী ছাত্রী সনি জীবন দিয়েছে। অপরাপর আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। টগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা পার্থ হত্যা মামলারও আসামী।

এদিকে, মুকুল তার জবানবন্দিতে মাসুম বিল্লাহ নামে একজনের নাম প্রকাশ করে। গতকাল বিকেল ৩টা ২৫ মিনিটে অজ্ঞাত টেলিফোনে রমনা থানা পুলিশ মাসুম বিল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ওসি মোঃ লুৎফর রহমান মগবাজার হোটেল ইন্টারন্যাশনালে অভিযান চালিয়ে মাসুম বিল্লাহকে গ্রেফতার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে বলেছে, সে ছাত্র নয়। তবে টগরের সাথে চলাফেরা করতো। গতকাল বেলা ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে সোনারগাঁও হোটেলের লবিতে টগরের সাথে দেখা করার কথা ছিল। টগর গ্রেফতার হওয়ায় সে মগবাজার হোটেল ইন্টারন্যাশনালে ফিরে আসে।